দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

অবরুদ্ধ ঢাকা ভার্সিটি

● সমাবেশ করতে দেয়া হয়নি ● পুলিশ কেন এরকম করছে জানি না, ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশে বাধা নেই ঃ প্রক্টর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে পুলিশ গতকাল বুধবার নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি। সমাবেশের কয়েক ঘন্টা পূর্বেই পুরো ক্যাম্পাস এলাকা শত শত বিডিআর এবং পুলিশ অবরুদ্ধ করে রাখে। বিকাল ৮টায় সমাবেশের কর্মসূচী থাকলেও বেলা ৩টা থেকে ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশে ছেয়ে যায়। পুলিশ এবং বিডিআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট এলাকায় প্রবেশের সকল পথ আটকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যাম্পাস জনমানবশূন্য এলাকায় পরিণত হয়।

জানা যায়, গতকাল বিকালে টিএসসির স্বোপার্জিত চত্বরে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়াসহ ৭ দফা দাবীতে শিক্ষক-অভিভাবক, পেশাজীবীসহ সকল স্তরের মানুষের গণজমায়েত ছিল। গণজমায়েতের কয়েক ঘন্টা পূর্ব থেকে ২১ প্লাটুন পুলিশ এবং বিডিআর জওয়ান শাহবাগ, নীলক্ষেত, পলাশী, চানখারপোল, মেডিক্যাল মোড় এবং দোয়েল চত্বর ছাড়াও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেয়। পুলিশ এই পয়েন্টগুলোতে অবস্থান নিয়ে রিকশাসহ সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। পয়েন্টগুলো দিয়ে কেউ সাইকেল নিয়েও প্রবেশ করতে পারেনি। পূর্ব ঘোষণা ছাড়া ক্যাম্পাসে প্রবেশের সকল পথ পুলিশ বন্ধ করে দেয়ায় সীমাহীন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলে। ক্যাম্পাস এলাকায় সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়ায় শাহবাগ, নীলক্ষেত এবং আজিমপুর এলাকায় বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাস এলাকায় সকলেই পায়ে হেঁটে চলাচল করতে থাকে। বিকাল ৪টার সময় (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অবরুদ্ধ ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টিএসসি এলাকায় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ছাত্রদল কর্মীরা এবং ছাত্রলীগের কয়েকজন ছাত্রী কর্মীকে দেখা যায়। সাড়ে ৪টার দিকে শাহবাগ এলাকা দিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কয়েকজন কর্মী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরীর অভ্যন্তরে কয়েকজন কর্মী প্রবেশ করলে পুলিশ তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। ৫টার দিকে প্রাণ রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন কয়েকজন শিক্ষকসহ টিএসসিতে আসেন। সমাবেশ স্থলে কাউকে না পেয়ে তারা চলে যান। সন্ধ্যার পরেও ক্যাম্পাসে একই অবস্থা ছিল। দুপুরে হঠাৎ করে ক্যাম্পাসের এই অবরুদ্ধ অবস্থা দেখে ছাত্র-শিক্ষক অনেকে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পাসের এই অবস্থা কেন– এই প্রশ্নের জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ কেন এই রকম করছে জানি না। ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশের উপর কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে সমাবেশ করতে না পেরে মুক্তাঙ্গনে মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী সরকারী পুলিশ গোয়েন্দা সংস্থা ও ছাত্রদলের হুমকি, হয়রানি ও ব্যারিকেডের মুখে হতে পারেনি। ছাত্র ফেডারেশন এবং নারী প্রগতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে না দেয়া প্রসংগে পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ডিএমপি এ্যাক্ট ২৯ ধারা অনুযায়ী আজ মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশংকায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।